মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ ৩৭ | বর্ষঃ চতুর্থ | জানুয়ারি ২০০৮

ধানমন্ডিতে ৫ কেজি টেট্রাহাইড্রোকেনাবিনলসহ ৩ জন গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপ–অঞ্চলের কর্মকর্তারা গত ১৩ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকার দুটি থাই ও চাইনিজ রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে ৫(পাঁচ) কেজি ওজনের নতুন ধরনের মাদক 'টেট্রাহাইড্রোকেনাবিনল' উদ্ধার করেছেন। টেট্রাহাইড্রোকেনাবিনল বাংলাদেশের মাদকসেবীদের কাছে 'শিশা' নামে ব্যাপক পরিচিত। ঘটনার দিন রাত সাড়ে ১০ টার দিকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপ–অঞ্চলের কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে দুটি রেইডিং টিম সাতমসজিদ রোডের দুটি রেস্তোরাঁ 'বি-১ ফাইভ-১ লেজার লাউঞ্জ' এবং 'ডেকাগন থাই চাইনিজ রেস্তোরাঁ'য় অভিযান চালিয়ে ৫(পাঁচ) কেজি ওজনের মাদক টেট্রাহাইড্রোকেনাবিনল উদ্ধার করে। একই কাচ ও পিতলের তৈরি বড় আকারের ছয়টি হুঁকা জব্দ করা হয়। অভিযানে রেস্তোরাঁর তিন কর্মচারী হাবিবুর রহমান (২৫), বায়েজিদ কাজী (২৬) ও খোকন (২৬) কে গ্রেফতার করা হয়। দেশে টেট্রাহাইড্রোকেনাবিনল উদ্ধারের ঘটনা এটাই প্রথম। আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় আটককৃত টেট্রাহাইড্রোকেনাবিনল দুবাই থেকে চোরাই পথে এ দেশে আনা হয়েছে। প্রাচীন রাজা-বাদশা বা সম্রাটেরা যে মূল্যবান হুঁকার মাধ্যমে তামাক সেবন করতেন সেই ধরনের হুঁকার মধ্যে জাফরান, আঙুরের রস, কস্তুরি, চেরিফল এবং অন্যান্য সুগন্ধি বস্তুর সঙ্গে শিশা মিশিয়ে মাদক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রেস্তোরাঁর মালিক ডাঃ কামরুন নেসা তাঁর দুই সহযোগী আনোয়ারুল হক ও সোলেমান রশীদের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে গোপনে মাদকের ব্যবসা করে আসছেন। অভিযানের খবর পেয়ে তাঁরা পালিয়ে গেছেন। তবে তাঁদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান অব্যাহত আছে।

টেট্রাহাইড্রোকেনাবিনলসহ আটককৃত হাবিবুর, বায়েজিদ ও খোকন।

শরিয়তপুর, ফরিদপুর ও মুন্সিগঞ্জে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা

জেলা প্রশাসন, শরিয়তপুর ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফরিদপুর উপ–অঞ্চলের আয়োজনে গত ১২ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে শরিয়তপুর সরকারি কলেজ প্রাঙ্গনে মাদকবিরোধী এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব জনাব সিরাজুল ইসলাম। শরিয়তপুরের জেলা প্রশাসক জনাব হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের প্রেস সচিব জনাব আব্দুল আউয়াল হাওলাদার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব শাহীনুল ইসলাম, শরিয়তপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, শরিয়তপুর যৌথবাহিনীর প্রতিনিধি, অধিদপ্তরের ফরিদপুর উপ-অঞ্চলের উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন মোল্লা ও শরিয়তপুরের পৌর চেয়ারম্যান। এছাড়া বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল।

জেলা প্রশাসন, ফরিদপুর ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফরিদপুর উপ–অঞ্চলের আয়োজনে গত ১৩ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে ফরিদপুরের সরকারি রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ প্রাঙ্গনে মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব ইয়াহিয়া ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব শাহীনুল ইসলাম, যৌথবাহিনীর উপ-অধিনায়ক জনাব এনায়েত করিম, রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উপাধ্যক্ষ, অধিদপ্তরের ফরিদপুর উপ-অঞ্চলের উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন মোল্লা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব এম এ সামাদ, রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমন্ডলী। এছাড়া বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল।

জেলা প্রশাসন, ফরিদপুর ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফরিদপুর উপ–অঞ্চলের আয়োজনে গত ১৪ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে ফরিদপুর মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাদকবিরোধী এ আলোচনা সভায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খলিলুর রহমান কাগজী, র‍্যাব এর অধিনায়ক মেজর শাহরিয়ার, অধিদপ্তরের ফরিদপুর উপ-অঞ্চলের উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন মোল্লা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব এম এ সামাদ ছাড়াও ফরিদপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, অধ্যাপকমন্ডলী, বিভিন্ন প্রেস ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২২ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে মুন্সিগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমীতে মাদকবিরোধী এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা উপ–অঞ্চলের আয়োজনে গণসচেতনতামূলক এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার জনাব ইকরাম আহমেদ। জেলা প্রশাসক মোঃ মনির উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব শাহীনুল ইসলাম, যৌথ বাহিনীর লে. কর্নেল জাকির হোসেন, পুলিশ সুপার বিশ্বাস আফজাল হোসেন, সিভিল সার্জন ডাঃ এনায়েত করিম, পৌর চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকের কথা

Tetrahydrocanabinal বা শিশা

সম্প্রতি ঢাকার ধানমন্ডিস্থ ২ টি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৫ কেজি **Tetrahydrocanabinal** উদ্ধার করে। বাংলাদেশে এটি শিশা নামে প্রচলিত। এটি হাসিস এর নির্যাস, যা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বের করা হয়। প্রায় ১২০ কেজি হাসিস থেকে এক কেজি **Tetrahydrocanabinal** পাওয়া যায়। এটি আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ব্যবহার হয়ে থাকে। উদ্ধারকৃত ৫ কেজি **Tetrahydrocanabinal** দুবাই থেকে চোরাই পথে এদেশে আনা হয়েছে বলে আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। সাধারণতঃ প্রাচীন রাজা বাদশা বা সম্রাটরা যে মূল্যবান হুক্কা এর মাধ্যমে তামাক সেবন করতেন সেই ধরণের হুক্কার মধ্যে জাফরান, আঙ্গুরের রস, কস্তুরী, চেরিফল এবং অন্যান্য সুগন্ধি বস্তুর সঙ্গে মিশিয়ে এটা সেবন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও **Concentrate Tetrahydrocanabinal** দেখতে কালচে রংয়ের ঘণ, তরল এবং আঠালো। এ জাতীয় মাদক ইনজেকশনের সিরিঞ্জে ভরে বলপেন দিয়ে লেখার মত সিগারেটের গাঁয়ে দাগটানা হয়। একটি দাগের মধ্যে যেটুকু **Tetrahydrocanabinal** আসে তা দিয়েই কমপক্ষে ৫/৭ জন মাদকাসক্ত ব্যক্তি পূর্ণমাত্রায় নেশা করতে পারে। সাধারণতঃ অভিজাত এলাকার বখে যাওয়া ধনীর দুলালরা এ জাতীয় মাদকদ্রব্য বাংলাদেশে আমদানী করছে বলে জানা যায়। এক পাফের দাম ৫০০-৬০০/- টাকার উপরে। সে হিসেবে প্রতি কেজির আনুমানিক মূল্য কয়েক লক্ষ্য টাকায় বিক্রয় করা হয়। এ জাতীয় মাদকের নেশা সৃষ্টির ক্ষমতা অত্যন্ত তীব্র এবং মারাত্মক। এ কারণে পৃথিবীর সকল দেশের আইনে **Tetrahydrocanabinal** কে মারাত্মক নেশা দ্রব্যের শ্রেণীভূক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের আইনে এটা 'ক' শ্রেণীর মাদকদ্রব্য এবং এটাকে হেরোইনের চেয়ে ক্ষতিকারক ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। আইনে ২৫ গ্রাম হেরোইনে যেখানে মৃত্যুদন্ডের বিধান সেখানে মাত্র ১০ গ্রাম **Tetrahydrocanabinal** সংরক্ষণের দায়ে মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে। এ নেশা একটানা কয়েক মাস করলে মস্তিষ্ক কোষ ধ্বংস হয়ে যায়। স্মৃতি ভ্রষ্টতা ঘটে। এক পর্যায়ে ব্যবহারকারী বদ্ধ উম্মাদ হয়ে পড়ে। এগুলো ব্যবহারে এলএসডি, বারবিচুরেটস, হাসিস এসব মারাত্মক মাদকের অনুরূপ নেশার সৃষ্টি করে। **Tetrahydrocanabinal** এর মারাত্মক পরিণতির কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশে এর প্রসার রোধ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি এ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক ডিসেম্বর/০৭ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	১১৬	১১৩
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৫৯	৮৮
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩২	৩৪
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৭	২০
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৮	১০
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৮	৩
৭	চট্টগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪১	৩৬
৮	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	১২	১০
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৩৭	৪০
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১২	১৭
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৫	৩০
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৬	৪
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	১	২
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	২	-
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	৩	৪
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৩৫	৪৪
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩৬	৪০
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৪	১৫
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৫	৭
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	২	৫
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৫৮	৭৭
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	১৭	২৩
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৯	১৯
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৫	৩৪
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	১৬	১৭
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১৪	১৬
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	৭
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	১০	৯
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৭	৮
	সর্বমোটঃ	৬৫৫	৭৩২

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

ডিসেম্বর/০৭ মাসে সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ৩৮৩ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ডিসেম্বর/০৭ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৫০	৯৬	১৪৬	৭৮	৬৮
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	৩	৩	৬	৬	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৩	১০	১৩	৬	৭
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৬৭	১১৫	১৮২	৪১	১৪১
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	২৬	১০	৩৬	১০	২৬
মোট	১৪৯	২৩৪	৩৮৩	১৪১	২৪২

অধিদপ্তরের আলামতভিত্তিক মামলার পরিসংখ্যান

অধিদপ্তরের ডিসেম্বর/০৭ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১৪৩	১৮০	১.৩১৪ কেজি
গাঁজা	১৯১	১৯৮	১২৪.২৪৬ কেজি
গাঁজা গাছ	৩	৫	২৫ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৩০	১৪৩	১৩৫৪.৫ লিটার
বিদেশী মদ	৯	৫	১৬৯ বোতল
বিয়ার	২	৪	৬৭৮ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৬	৯	২৯৩৩.৪ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৪	৪	২৩২ লিটার
ফেন্সিডিল	১২৭	১৪৬	৩৬৯৪ বোতল
তাড়ী (টোডি)	৯	১০	১৬০৫ লিটার
টি.ডি জেসিক ইঞ্জেকশন	২২	২১	৯০১ এ্যাম্পুল
জাওয়া	২	২	১৫৬৯৬ লিটার
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	১	১	৩ এ্যাম্পুল
অন্যান্য	১	১	
মুলি	১	১	৪০০ পিস
ইয়াবা ট্যাবলেট	৩	২	৬১ টি
রিকোডেক্স সিরাপ			২৮ বোতল
ভায়াগ্রা/সানাগ্রা ট্যাবলেট	১		৩৭২০ টি
নগদ অর্থ			৪০১৩৮৪ টাকা
সি,এন,জি			৩ টি
মোবাইল সেট			১৮ টি
মোটর সাইকেল			১ টি
মোট	৬৫৫	৭৩২	

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে ডিসেম্বর/০৭ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৭ হতে ডিসেম্বর/০৭ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	ডিসেম্বর/০৭ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	৭৪৬.৭১২ মেঃ টন	১৬৮.৯৭৬ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	-	-
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	৩৭৬.৩২ মেঃ টন	৫১.২০ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	১৬৮.৬৪৯ মেঃ টন	১৩.২০ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৫৭ মেঃ টন	৭৮.৪০ মেঃ টন	৪০ মেঃ টন

উল্লেখ্য এ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া যারা প্রিকারসর কেমিক্যাল এর ব্যবসা পরিচালনা করছে তাদের সম্পর্কে পরিচালক (অপারেশনস) এর নিকট সংবাদ প্রদানের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যোগাযোগের টেলিফোন নং-৮৩১২২৪৯।

আইন-আদালত

ডিসেম্বর/০৭ মাসে মোট ৭৪ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। এর মধ্যে ৩৯ টি মামলার সাজা হয়েছে এবং ৩৪ টি মামলার আসামীরা মামলা থেকে খালাস পেয়েছে। অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১ টি। সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ৪৪ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৩৭ জন। ডিসেম্বর/০৭ পর্যন্ত অনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩৬৯২৬ টি। উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক নিষ্পত্তিকৃত মামলা এবং ডিসেম্বর/০৭ মাসের পর্যন্ত অনিষ্পত্তি কৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	ডিসেম্বর/ ০৭ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৫	৫	৪৮৮৩
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৩	৩	৩৫৩০
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	-	-	২৪৪৪
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	২	২	৬৩৯
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	-	-	৫৯৯
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	-	-	৪৮১
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	২	৩	৩০১৮
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	১	১	৯৬৫
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	২	২	৬৪৫
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	-	-	১৯৩৮
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	-	-	৫৬৭
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১৭২
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	১৬
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-	৭১
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	১৬	২০	৪৯৭
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	১	১	২৪৮৮
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	৩	৩	৯১৩
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	-	-	১২২১
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৩	৩	৬৫২
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	১	১	১১৫
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	-	-	২৬৬
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৮৬
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	-	-	৪০৪২
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	-	-	১৫৩৩
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	-	-	১৩৬৩
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	-	-	২০২০
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	-	-	১৪৫৫
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৩০৭
	সর্বমোটঃ	৩৯	৪৪	৩৬৯২৬

শোক সংবাদ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সিষ্টেম এনালিষ্ট এম এম নুরুজ্জামান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৩ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখ রাত ১০.৪৫ ঘটিকায় জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)।

মরহুম এম এম নুরুজ্জামান ১৪ অক্টোবর ১৯৫৩ তারিখে ঝিনাইদহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৮ মার্চ ১৯৯১ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যোগদান করেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশসহ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হচ্ছে।

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চলভিত্তিক ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের সাথে ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্র/নং	অঞ্চলের নাম	ডিসেম্বর /০৬	ডিসেম্বর /০৭
১।	ঢাকা অঞ্চল	৪৪,১৬,৯০৮	৫২,৬৪,৭৮৩
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৬৫,৩৯,০৩৪	৭৪,৬৪,০৭২
৩।	খুলনা অঞ্চল	১,৮৯,৬৫,৮৯৯	২,৫৫,৩১,৬০১
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৩৮,২১,৯৭১	৬৭,৬৭,৬৫৬
	মোট	৩,৩৭,৪৩,৮১২	৪,৫০,২৮,১১২

অবসর গ্রহণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রংপুর উপ–অঞ্চলের পরিদর্শক জনাব মোঃ আব্দুল জলিল ৩১/১২/২০০৭ তারিখে, বরিশাল উপ-অঞ্চলের সহকারী উপ-পরিদর্শক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন ৩০/০১/২০০৮ তারিখে এবং কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চলের সিপাই জনাব মোঃ আব্দুল মালেক খাঁন ২৪/১২/২০০৭ তারিখে প্রাক অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর) তে গমন করেন। উক্ত ছুটি শেষে জনাব মোঃ আব্দুল জলিল ৩১/১২/২০০৮ তারিখে, জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন ৩০/০১/২০০৯ তারিখে এবং জনাব মোঃ আব্দুল মালেক খাঁন ২৪/১২/২০০৮ তারিখে সরকারি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

উপবন আন্তঃনগর ট্রেন থেকে ৩৮৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৯ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখ ভোর ৫.০০ ঘটিকায় সিলেট থেকে আগত আন্তঃনগর ট্রেনে ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে অভিযান পরিচালনা করে মোট ৩৮৫ বোতল নিষিদ্ধ ফেন্সিডিল উদ্ধার ও জব্দ করা হয়। ট্রেনে তল্লাশী চলাকালে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে আসামীরা পালিয়ে যাওয়ায় তাদেরকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় জি আর পি থানায় পৃথক দু'টি জিডি মামলা দায়ের করা হয়।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ করার জন্য দেশে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজন এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ডিসেম্বর/০৭ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃক নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	কর্মসূচীর নাম	সংখ্যা ২০০৭ সাল	
		ডিসেম্বর	জানুঃ-ডিসেম্বর
১।	মাইকিং কর্মসূচী-	১৩ টি	১৩৪ টি
২।	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সভা	২ টি	৩৮ টি
৩।	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা-	৫৩১ টি	৪৯২২ টি
৪।	অভিযানকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম-	২৫ টি	৬৩৯ টি
৫।	শ্রেণী বক্তৃতা	৮ টি	১৯ টি
৬।	পোস্টার বিতরণ	-	১১৮৭ টি
৭।	লিফলেট বিতরণ	-	১৬৬৬০ টি
৮।	ফেষ্টুন বিতরণ	-	৭ টি
৯।	স্টিকার বিতরণ	-	১০২০০ টি
১০।	স্যুভেনির বিতরণ	-	১৫১ টি
১১।	বুলেটিন বিতরণ	৩৫০ টি	৪০৭৯ টি
১২।	ফ্লিপ চার্ট বিতরণ	-	২৩৭ টি
১৩।	সেমিনার/ওয়ার্কশপ-		৯২ টি
১৪।	মাদকবিরোধী ফিল্ম প্রদর্শন	৩ টি	৮ টি
১৫।	বিভিন্ন প্রকাশনা প্রদর্শন-	-	৫১০ টি
১৬।	প্রশিক্ষণ কর্মসূচী-	১ টি	৩ টি
১৭।	অন্যান্য কর্মসূচী-	৫ টি	২৪ টি

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর ক্যামিকেলস এর রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। ডিসেম্বর/০৭ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার হিসেব নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৬৮১	৬৮১	-	৬৮১	-
পুলিশ	৭০২	৬৯৯	১	৭০০	২
বিডিআর	-	-	-	-	-
র‍্যাব	-	-	-	-	-
সর্বমোট	১৩৮৩	১৩৮০	১	১৩৮১	২

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ওয়েজ আর্নার্স হোস্টেল ভবন (লেভেল-৮), ৭১-৭২,পুরাতন এ্যালিফেন্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।